গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
ট্রেজারী ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ
ডিএসএল শাখা

নং- অম/অবি/ ডিএসএল-২/ ৬৫/ ০৭/ ৭১৮ তারিখঃ ১১/০৫/২০০৯ খ্রিঃ।

বিষয় ঃ স্বায়ত্বশাসিত/ আধা-স্বায়ত্বশাসিত/ স্থানীয় সরকার (স্ব-শাসিত) প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট সরকারি পাওনা ডিএসএল আদায় সংক্রান্ত নির্দেশিকা।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সরকার ডিএসএল আদায় ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নিম্নেবর্ণিত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ঃ

(ক) ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ডিএসএল বাবদ প্রদেয় অর্থ (সুদাসল) তাদের নিজস্ব আয় থেকে ক্রেডিট লাইনভিত্তিক ঋণ চুক্তিতে বর্ণিত পরিশোধসূচি অনুসারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে নির্ধারিত কোডে জমা প্রদান করবে।

(খ) ডিএসএল পরিশোধের খাতসমূহ হ'ল- স্থানীয় ঋণের সুদ-১৬১১, বৈদেশিক ঋণের সুদ-১৬২১,স্থানীয় ঋণের আসল-৩৮০১ এবং বৈদেশিক ঋণের আসল-৩৮২১।

(গ) সমাপ্ত প্রকল্পের সম্পূরক ঋণ চুক্তি/ ঋণ চুক্তির পরিশোধসূচি অনুসারে যে সকল প্রতিষ্ঠান নিয়মিত ডিএসএল পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন তাদের বকেয়া ডিএসএল পরিশোধের ক্ষেত্রে সুদ ও আসলের অনুপাত হবে ৬০:৪০।

(ঘ) চালানযোগে পরিশোধের পর পরই ক্রেডিট লাইনভিত্তিক নির্দিষ্ট খাতে পরিশোধের বিবরণীসহ ট্রেজারী চালানের কপি সংশ্লিষ্ট জেলা হিসাবরক্ষণ অফিসার এর মাধ্যমে যাচাইপূর্বক অর্থ বিভাগের ডিএসএল অধিশাখা বরাবরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(ঙ) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের চলতি প্রকল্পে ১ম, ২য় ও ৩য় কিস্তির ঋণের অর্থ ছাড় সংক্রান্ত সরকারী আদেশের অনুলিপি ডিএসএল অধিশাখায় প্রেরণ করবে। সংস্থাসমূহ ক্রেডিট লাইনভিত্তিক পরিশোধসূচি অনুসারে ডিএসএল পরিশোধ করছে এরূপ নিশ্চিত হয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ অর্থ ছাড় করবে। সরকারী আদেশে ঋণ / ডিএসএল হিসাবে অর্থ প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে।

(চ) পরিশোধসূচি অনুসারে ডিএসএল পরিশোধ ব্যতীত প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ চলতি প্রকল্পসমূহের কোন কিস্তির অর্থ অবমুক্ত করতে পারবে না। ডিএসএল পরিশোধ ব্যতিরেকে অর্থ অবমুক্ত করতে হলে অর্থ বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(ছ) অর্থ বিভাগের বাজেট অনুবিভাগ ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের সম্মতি প্রদানের পূর্বে এবং (চ) অনুচ্ছেদ অনুসারে অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে ডিএসএল আদায় সম্পর্কিত তথ্যাদি/ মতামত ডিএসএল অধিশাখা হতে সংগ্রহপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

(জ) উপরের (ক) ও (চ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাদি যথাযথভাবে পালিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হবার পরই প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অর্থ ছাড় করবে। কোন প্রকার ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা তা অতিসত্ত্বর অর্থ বিভাগ এবং হিসাব মহা নিয়ন্ত্রককে অবহিত করবে। সংশ্লিষ্ট প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাগণ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থের একটি প্রতিবেদন অর্থ বিভাগের ডিএসএল অধিশাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করবে।

(ঝ) বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে ডেভেলপম্যান্ট ক্রেডিট এগ্রিম্যান্ট (ডিসিএ) স্বাক্ষরের পরপরই সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক অর্থ বিভাগের সাথে দ্রুত সম্পূরক ঋণ চুক্তি বা সাবসিডিয়ারী লোন এগ্রিম্যান্ট (এসএলএ) সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সম্পূরক ঋণ চুক্তিতে আবশ্যিকভাবে যে সমস্ত তথ্যাবলী সন্নিবেশিত থাকা অত্যাবশ্যক ডিএসএল নির্দেশিকায় বিস্তারিতভাবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্পুরক ঋণ চুক্তির কপি প্রেরণের সময় ডিসিএ -এর একটি কপি সাথে সংযুক্ত করতে হবে ।

(ঞ) স্থানীয় মুদ্রায় ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণ চুক্তি সম্পাদনের পরই কেবল অর্থ ছাড় করা যাবে। কোন কারণে চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে অর্থ ছাড়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সেক্ষেত্রে অবিলম্বে চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অর্থ ছাড়ের সকল সরকারী আদেশের কপি আবশ্যিকভাবে ডিএসএল অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে।